

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সুদানের ভাষা জরিপ

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনসুর মুসা
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.10
Pages	215-219
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সুদানের ভাষা জরিপ

মনসুর মুসা

সুদানের ভাষা জরিপের প্রথম পর্যায়ের প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা-পরিকল্পনার অন্যতম তাত্ত্বিক বিঅর্ণ ইয়ার্ণুড উমিআ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।[১] প্রতিবেদনটি দুটো কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ প্রথম পর্যায়ের এ প্রতিবেদনে ভাষা জরিপের পদ্ধতিগত আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভাষা জরিপ পদ্ধতি বা Language Survey Methodology সংক্রান্ত প্রথম-দিকের পাঁচটি অধ্যায়ে সুদান ভাষা জরিপের উদ্দেশ্য, উপায় ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের ভাষা জরিপকারীদের কাছে সুদানের অভিজ্ঞতা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য এ-ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বল্পকাল আগে প্রকাশিত জর্ডনের ইংরেজী ভাষা জরিপ (Harrison etc : 1975) এবং ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড সম্পাদিত উন্নয়নশীল দেশের ভাষা জরিপের (Ohannessian : 1976) জ্ঞানকে আরো প্রসারিত করেছে সুদান জরিপের অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়তঃ মানুষের ভাষা-ব্যবহার (Language use) সংক্রান্ত স্বকৃতমূল্যায়ন এবং এধরনের মূল্যায়নের অন্তর্গূঢ় প্রবণতা সম্পর্কিত সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্নাবলীর জবাব অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে শেষের পাঁচ/ছয়টি অধ্যায়ে। সমাজভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাপরিকল্পকদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জরিপ প্রতিবেদনটিতে প্রথম পর্যায়ের পটভূমি হিসেবে সুদানের ভাষা পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর জরিপের লক্ষ্যাবলী এবং জরিপ পরিকল্পনার ছক বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ক্রমানুয়ে জরিপের সাধারণ লক্ষ্য ও বিশেষ লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে, জরিপ-প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যেমন সরেজমিন তদন্ত, সহকার্যাবলী, প্রশ্নাবলী-প্রশাসন, সংকেতন (Coding) সংছেদন (Punching) এবং ছকীকরণ (Tabulation) সম্পাদন (Editing) ব্যবস্থাপনা (Management) সংযোগরক্ষণ (Liaison) তথ্য ও প্রচারণা, দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য আলোচনা প্রাঞ্জল ও উপভোগ্য। তবে ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনা অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার ফলে অবিশেষজ্ঞ পাঠককে অন্য আলোচনার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। হুরিআজের সুদানের আরবী ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কিত লেখাটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে (Hurreiz : 1975)। হুরিআজ সুদানের আরবীর রূপভেদ বৈচিত্র্য (Varities) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে সুদানে সনাতন আরবী আছে, (Classical Arabic) মর্যাদাশীল মৌখিক আরবী আছে (Prestigious Colloquial) এবং আছে আরবীর আঞ্চলিক রূপভেদ। সর্বোপরি আছে রূপভেদ বৈচিত্র্যজাত জটিল সামাজিক বিকাশের জট। সুদানের ভাষা জরিপের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সুদানের ভাষা-সমূহের এবং উপভাষাসমূহের জ্ঞান ও ব্যবহারের বর্ণনা ও মানচিত্রায়ণ। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে :

---

১. Jernudd, Bjorn. 1979. *The Language Survey of Sudan.* First phase : The Questionnaire Survey in Schools, Acta Universitatis Umensis, Umea 1979.

১. সুদানের ভাষা ও উপভাষাসমূহের চিহ্নিত-করণ এবং ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সেগুলো শ্রেণীকরণ করা ;

২. সুদানের বিভিন্ন অঞ্চলে কতলোক প্রত্যেকটি ভাষা জানে এবং কতটুকুন ভাল-ভাবে জানে তা নির্ণয় করা ;

৩. কোন্ কাজের জন্য কোন্ ভাষা বা উপভাষা ব্যবহার করা হয় তার অধ্যয়ন করা।

এসব অনুসন্ধানের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদান রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীদের সামনে প্রয়োজনীয় ভাষা সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করে তাঁদের কাজের পথ প্রশস্ত করা এবং জনগণের সামনে তাঁদের ভাষার বাস্তবতা তুলে ধরা। এই কাজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জরিপকারীকে যে দিকে নজর রাখতে হয়েছে সেটা এককথায় হচ্ছে—সুদানে কে কোন্‌ভাষা, কত ভালভাবে, কোথায়, কখন এবং কার কাছে ব্যবহার করে। মাতৃভাষাগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কি এবং তাদের সঙ্গে আরবী ভাষার সম্পর্ক কি? সুদান একটি বহুভাষিক রাষ্ট্র। এই জরিপ প্রতিবেদনেই ১৩৬টি ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের মতোই সুদানের ভাষাবলী-ও গোত্রীয় ভাব-পরিবহনের (Tribal Communication) মাধ্যম হিসেবে এতদিন কাজ করে এসেছে। আধুনিক সুদান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর এখন জাতীয় ভাব-পরিবহনের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এবং এ প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এসেছে একটি জাতীয় ভাষা নির্বাচনের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয় সুদানের প্রকৃত ভাষাপরিস্থিতি এবং ভাষাসম্পর্কিত প্রধান প্রধান প্রবণতা না জেনে। ১৯৬৭ সনে বর্তমান গ্রন্থকার সুদানে একটি (Case Study) অবস্থা-অধ্যয়ন করেছিলেন। তখনই সুদানের পরিকল্পকদের সামনে প্রধান প্রশ্ন ছিল হয় আরবীকে উন্নত করতে হবে অথবা কোন একটি দেশীয় ভাষাকে ব্যাপক যোগাযোগিক ভাষা LWC (Language of wider communication) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। ইয়ার্ণুড তখন জাবেল মারা এলাকার ফর সম্প্রদায়ের ভাষা পরিস্থিতি অধ্যয়ন করেছিলেন। জাবেল মারা হচ্ছে সুদানের দারফুর প্রদেশের পশ্চিম জেলার একটি অঞ্চল। লেখক এই পার্বত্য এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে পাঁচ মাসাধিক কাল অবস্থান করেছিলেন। এটি ছিল একটি বহুভাষিক (Multilingual area) এলাকা। এখানকার ২৫,০০০ হাজার বাসিন্দাদের গোত্রীয় ভাষা ফর; ভাষাটি লিপিধৃত হয়নি। গ্রীণবার্গের শ্রেণীকরণ অনুসারে এটি নাইলোসাহারান (Nilo-Saharan) ভাষা। ভাষাটি ফর এলাকার বাইরের অন্য কোন গোত্রের লোকের কাছে বোধ্য নয়। সে যা হোক আন্তগোত্রীয় ভাব পরিবহনের জন্য ফরেরা আরবী ব্যবহার করে থাকে। এ দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে ইয়ার্ণুড লক্ষ্য করেছিলেন ফরদের ভাষা ব্যবহারের 'ক্ষেত্র' (Domains) সমূহ। দূরত্ব (Distance), গোত্রীয়তা (Tribal), শিক্ষা (Education), জাতীয় পরিচিতি (National Identification) এবং আরবী ভাষার উপস্থিতি (Presence of Arabic speakers)-এ সব 'ক্ষেত্রে' ভাষা ব্যবহারের সামাজিক ব্যাকরণ লক্ষ্য ক'রে যে বাস্তব ভাষাগত তথ্য তিনি উদঘাটন করেছিলেন তাতে দেখা গেছে : ফর রমণীরা আরবী ভাষা জানে না, অল্প বয়স্করা বয়স্কদের চেয়ে অধিক আরবী জানে এবং শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে আরবী প্রচলন করা সুবিধাজনক। ১৯৬৫ সালের পরিস্থিতি ছিল এ রকম আর ১৯৭৯ বর্তমান প্রতিবেদনের দশম অধ্যায়ে ইয়ার্ণুড নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নতুন প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। অধ্যায়ের নাম হচ্ছে :

কেন বালিকারা বালকদের চেয়ে অধিক ভাষা ব্যবহার করে? অর্থাৎ এক যুগের মধ্যে সুদানের ভাষা-পরিস্থিতি কী ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে এ প্রতিবেদনে। উত্তর সুদান ও দক্ষিণ সুদানের মধ্যে ভাষাচেতনাগত পার্থক্য আছে। উত্তর সুদান আরবীয় স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, আর দক্ষিণ সুদান আঞ্চলিক সংহতিতে আস্থাবান। এ ভিন্নমুখী চেতনার টানাপোড়নে সুদানের সামাজিক ব্যাকরণে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। একযুগ আগে যেখানে মহিলাদের আরবীজ্ঞান শূন্যের কোঠায় ছিল, এখন একযুগ পর সেখানে মহিলাদের মধ্যে আরবীজ্ঞানের আধিক্য উল্লেখিত হচ্ছে। এ প্রবণতা সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ।

নারী-পুরুষ ভেদে (Sex difference) ভাষাগত পার্থক্য সূচিত হওয়ার দুটো সার্বজনীন তাৎপর্য আছে। একটি হচ্ছে জীবতাত্ত্বিক সামর্থ্যের তাৎপর্য, অপরটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তাৎপর্য। সংস্কৃতি-নির্ভর পার্থক্যের ব্যাপারে দেখা যায় পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও নারীদেরকেই অধিকতর 'আদর্শ' অনুগামী থাকতে হয় এবং তা হওয়ার জন্য তাদের উপর সামাজিক চাপ থাকে প্রবল। আলোচ্য প্রতিবেদন থেকেই বোঝা যায় সুদানে এ চাপ প্রবল হচ্ছে এবং মহিলারা সে চাপের অনুগমন করছে।

আগেই বলা হয়েছে, সুদানের ভাষা জরিপের প্রথম পর্যায়ের প্রথমাংশে (১-৬১ পৃ.) পদ্ধতিগত আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে, আর শেষাংশে প্রাধান্য লাভ করেছে ফলাফল বিশ্লেষণ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পিতামাতার আরবী জ্ঞান এবং সাক্ষরতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় উত্তর সুদানে আরবী 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পিতামাতার আরবী জানা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী থেকে ব্যাপারটি অনুধাবন করা যায়। স্বকৃত মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব চাওয়া হয়েছিল :

১. তুমি কি আরবীতে পথ-নির্দেশ করতে পার?
২. তোমার পিতা কি আরবীতে পথ-নির্দেশ করতে পারেন?
৩. তোমার মা কি আরবীতে পথ-নির্দেশ করতে পারেন?
৪. তুমি কি আরবীতে বিশ্রম্ভলাপ করতে পার?
৫. তোমার পিতা কি আরবীতে বিশ্রম্ভলাপ করতে পারেন?
৬. তোমার মা কি আরবীতে বিশ্রম্ভলাপ করতে পারেন?
৭. তুমি কি আরবীতে ব্যক্তিগত পত্র লিখতে পার?
৮. তোমার পিতা কি আরবীতে ব্যক্তিগত পত্র লিখতে পারেন?
৯. তোমার মা কি আরবীতে ব্যক্তিগত পত্র লিখতে পারেন?
১০. তুমি কি সহজ আরবী 'পাঠ' (Text) পড়তে পার?
১১. তোমার পিতা কি সহজ আরবী 'পাঠ' পড়তে পারেন?
১২. তোমার মা কি সহজ আরবী 'পাঠ' পড়তে পারেন?

উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে প্রায় সবাই বলেছে যে তাদের পিতারা আরবী জানেন। যেখানে কিছু কিছু নেতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে সেখানেও ৯০% উত্তর হচ্ছে আরবী জানার পক্ষে। প্রতিবেদক এ উত্তরকে আপাতমূল্যে (face value) গ্রহণ করতে বলেছেন। কারণ উত্তরটি বাস্তবিক পক্ষেই অমিথ্যা এবং সে অমিথ্যার জন্য সুদানের সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতায়। সংখ্যাতাত্ত্বিক ধ্রুবত্ব হিসেবে নয়, ব্যাপারটিকে প্রবণতা নির্দেশক সত্য হিসেবেই গ্রহণ করা সমুচিত। প্রতিবেদক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

There is a statistically Significant difference between the generations : the younger men can read and write, the older can not (পৃ. ৮০) অথচ জবাব এসেছিল জানার পক্ষে। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে 'মর্যাদাবোধ' জবাবটিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। হয়ত কোরাণের পাঠ (Text) জানার সামর্থ্যকে আরবী ভাষা জানার নামান্তর ভাবা হয়েছিল।

আরবী প্রবণতার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে দশম অধ্যায়ে যেখানে প্রতিবেদক শিরোনামা দিয়েছেন 'কেন বালিকারা বালকদের চেয়ে বেশি আরবী ব্যবহার করে ?'

বালকদের মায়েদের চেয়ে বালিকাদের মায়েরা ব্যতিক্রমহীনভাবে অধিক আরবী জানে একথা প্রতিবেদক প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বেশি জানার এ দাবী এসেছে বালিকাদের পক্ষ থেকে। অথচ তথ্য পাওয়া গেছে বালিকাদের পিতারা তাদের মায়েদের চেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী। বালিকারা অন্যত্র দাবী করেছে যে তারা বালকদের চেয়ে অধিক আরবী ব্যবহার করে। এর সম্ভাব্য কারণ "Girls are desperate to reach the University in order to demonstrate their ability to profit from the highest level of education." (Sanderson-এর উদ্ধৃতি পৃ. ১৮৩)। প্রতিবেদক প্রবণতা বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

Thus, Contrasts within Female Society between those with and without education and from without Female Society about the advisability to continued education for girls, push the girls, drive them, to demonstrate that they have made the right decision—of going to school and continuing their education—by working very hard, or at least tenaciously. Such a chain of relationships would entail a strong use of Arabic among girls because Arabic is the language of school and of success in school, of educated society, of business and government. (পৃ. ১৮৩)

আরবী ভাষা সম্পর্কে এ সামাজিক প্রবণতা জানার পর এখন সুদানের পরিকল্পকদের কাছে সহজ হবে ভাষাসমূহের আপেক্ষিক স্থান নির্ধারণ করা এবং সে-অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

এই প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সুদান ভাষা পরিকল্পনার জন্য ইয়ার্ণুড-এর প্রস্তাব হচ্ছে :

The best policies would in my opinion, incorporate treatment and use of all Sudanese languages in approximate accordance with current facts of usage with prominence given to Arabic as the important *Lingua franca* and language of the nation, and with recognition given to the many other languages and also dialects of Arabic. (পৃ. ১৮৫)

যে-তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্য, সুদান ভাষা জরিপ শুরুতেই হাসিল করতে চেয়েছিল, তার প্রথমটি অর্থাৎ সুদানের ভাষা ও উপভাষাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সেগুলো শ্রেণীকরণ করা—জরিপের এই প্রথম পর্যায়ে তা সাধিত হয়নি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য অংশতঃ পূর্ণ হয়েছে। জরিপ-কর্ম আরো ব্যাপক ও গভীরতর না হলে প্রথম উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না।

প্রতিবেদনে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে গৎবাঁধা উত্তরের পুনরাবৃত্তি পরিহার করার জন্য। আমাদের ধারণা ভাষা ব্যবহার (Language use) শুধু নয়, ভাষা-অব্যবহার (Language disuse) এবং অব্যবহারের প্রবণতা সমাজভাষাতাত্ত্বিকদের কৌতূহলের বিষয় হওয়া উচিত। কারণ ভাষা-অব্যবহার প্রবণতার মানচিত্রায়ণ মানুষের সংহিতা-বদল (Code-Switching)-এর চেতনার ইতিহাস ধরে রাখবে এবং মানুষের ভাষিক আচরণ অধ্যয়নের পথ প্রশস্ত করবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. Jernudd, BJorn (1968) "Linguistic Integration and National Development" in Fishman, Ferguson & Das Gupta (ed.) *Language Problems of Developing Nations*, New York. John Wiley & Sons, Inc.

২. Rubin, Joan, etc (1977) *Language Planning Processes*, The Hague, Mouton.

৩. Whiteley, W. H (1971) *Language use and Social Change : Problems of Multi Lingualism with special Reference to Eastern Africa*. London, Oxford University Press.

৪ Hurreiz, Sayyid Hamid (1975), "Arabic in the Sudan" in *Language Planning Newsletter*, VOL. I No 4. 1975

৫. Harrison, William, Clifford Prator and G. Richard Tucker, editors : (1975) *English Language Policy Survey of Jordon*. A case Study in Langugae Planning with an introductory essay by Thomas P. Gorman. Center for Applied Linguistics, 1975

৬. Ohannessian. S etc. (1976) *Language Surveys in Developing Nation*. Papers and Reports on Socioliguistic Surveys. 1976